যুগান্তর

তারিখ 4 MAY 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

এমসি কলেজ ঐতিহ্য হারাতে বসেছে

অধিকাংশ বিষয়ে অর্ধেক শিক্ষক নেই। ঝুঁকি নিয়ে পুরনো ভবনগুলোতে ক্লাস চলছে। বসার অভাবে ইংরেজি বিভাগ লাইব্রেরি ভবনে

রেজওয়ান আহমদ, *সিলেট থেকে*

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী মুরারিচাঁদ কলেজ, যা আজ এমসি কলেজ নামেই দেশ-বিদেশে পরিচিত। উপমহাদেশে শিক্ষা বিস্তারে গত ১১৫ বছরে ব্যাপক অবদান রাখলেও নানা সমস্যার গহ্বরে ডুবে আছে এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটি। প্রধানত সিলেট-তামাবিল রোড ঘেঁষে এমসি কলেজ থাকলেও কেউ খুঁজে না দেখলে চোখে পড়ার কোন জো নেই কলেজটিতে। চোখে পড়ার মতো কলেজের প্রধান ফটক না থাকায় এমন অবস্থা। অথচ এ প্রতিষ্ঠানটিতে পড়াশোনা করে বাংলা সাহিত্যকে আলোকিত করেছেন দেশ-বিদেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন নানা গুণীজন। অথচ আলোর নিচে অন্ধকার, হাজারও সমস্যা ঘিরে আছে প্রতিষ্ঠানটিকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— শিক্ষক, স্টাফ, কলেজ ডরমেটরি, মাল্টিপারপাস ভবন, প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, যানবাহন, পানিজল, বিজ্ঞানাগারে উন্নত যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি। কলেজে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে ১৫টি, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১২টিসহ বিএ, বিএসএস, বিএসসি এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান চালু থাকলেও এসব বিষয়ে শিক্ষক সংকট চরমে। প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীর ক্লাস নিতে হচ্ছে মাত্র ১০৪ জন শিক্ষককে। প্রতিটি বিষয়ে ১২ জন করে শিক্ষক পদের নিয়ম থাকলেও বাস্তবে তার অর্ধেকও নেই অধিকাংশ বিষয়ে। পাশাপাশি মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে সীমানা প্রাচীর না থাকার কারণে। ১২৪ একর বিশাল এলাকাজুড়ে ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হলেও ওই সীমানা নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খেতে হচ্ছে কলেজ প্রশাসনকে। এই সুযোগে কতিপয় ভূমিখেকোর ঈগল চোখ পড়েছে ওই ভূমির ওপর। তারা কলেজ সীমানার তিনদিক থেকে ভূমি গ্রাসে হাত বাড়াচ্ছে দফায় দফায়। তাছাড়া সীমানা দেয়াল না থাকায় রাতে ক্যাম্পাস দখলে যায় মাদক ব্যবসায়ীসহ নানা অপরাধীদের। সেই ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে আজ পর্যন্ত বিশুদ্ধ পানীয়জলের কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতিদিন শিক্ষক-ছাত্র-কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলিয়ে যেখানে প্রায় ১৫ হাজার মানুষের সমাগম সেখানে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এখনও ব্যবহৃত হয় কলেজ ক্যাম্পাসে থাকা পুকুরের পানি। কলেজের বেশ কয়েকটি ভবনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বাংলাদেশ জন্মের আগেই। অথচ সেসব ভবনেই এখনও চলছে পাঠদান কার্যক্রম। গণপূর্ত বিভাগ বারবার সতর্ক করে দিলেও বিকল্প ভবন না থাকায় ঝুঁকি নিয়েই ওসব ভবনে ক্লাস চলছে। তারপরও ক্লাস রুমের চরম সংকটের কারণে বাংলা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ইসলামী শিক্ষা এই চার বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য কোন ক্লাস রুম নেই। বিভিন্ন বিভাগের ক্লাসের ফাঁকে ওইসব ভবনে গিয়ে ক্লাস নিতে হয় তাদের। ইংরেজি বিভাগের ক্লাস রুম নেই বললেই চলে। অবশেষে তাদের আশ্রয় হয়েছে লাইব্রেরি ভবনে।

মুরারিচাঁদ কলেজের লাইব্রেরি অবিভক্ত ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সমৃদ্ধ লাইব্রেরিটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লুট হয়। বর্তমানে লাইব্রেরিতে প্রায় ৩০ হাজারের মতো বই থাকলেও তা যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে ক্রমেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন আমলের বেশকিছু বই লাইব্রেরিতে থাকলেও ভেতরের পাতাগুলো কেটে নিয়েছে শিক্ষিত চোরেরা। কলেজে মাল্টিপারপাস ভবন না থাকলেও সারাবছরই ওই ক্যাম্পাসে পরীক্ষার পর পরীক্ষা লেগেই থাকে। এর পাশাপাশি সরকারি নিয়োগ, বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের ভেন্যু হিসেবে বেছে নেয়া হয় এমসি কলেজকে। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস বন্ধ রেখেই চলে এসব। ফলে সারাবছরের অর্ধেক সময়ও ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না শিক্ষকদের। কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। অথচ ছাত্রাবাসে ৩২৮ ও ছাত্রীনিবাসে আসন রয়েছে মাত্র ৮৪টি, যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। তাছাড়া অতীতের সরকারগুলোর আমলের সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্র রাজনীতি দুটি হোস্টেলে নিয়ম-শৃংখলার বালাই রাখেনি। ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতাধর ছাত্রনেতারা হলগুলো দখলে নিয়ে নিজেরাই ভাগবাটোয়ারা করে ওসব হলে অবস্থান নেয়— এমন অভিযোগ এখনও বর্তমান। হলগুলোর মধ্যে ছাত্র হলের অবস্থা একেবারেই নাজুক। কলেজের জন্য দুটি বাস থাকলেও তা প্রায় সময় অচল হয়ে পড়ে। কলেজ প্রশাসনের জন্য থাকা মাইক্রোটির বয়স এখন ২২ বছর। সেটা সচল রাখতে গিয়ে এখন খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হয়ে যাচ্ছে কলেজ কর্তৃপক্ষের। কলেজ অডিটোরিয়াম থাকলেও ১৯৯২ সালের পর ওই অডিটোরিয়ামে আর কোন নাটক, অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়নি। অযত্নে পরিত্যক্ত অডিটোরিয়ামটি এখন কলেজ স্টাফদের আস্তাকুড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমসি কলেজের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন কলেজে কম্পিউটার নেই, নেই কোন ইন্টারনেট সংযোগ। সেই সেকেলে ভাঙা টাইপ মেশিনে খট খট করে টাইপ করে চালানো হয় অধিকাংশ অফিসিয়াল কাজ। তাছাড়াও ক্যাম্পাসে একটি মসজিদ নির্মাণের দাবি উঠেছে সম্প্রতি। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। দলীয় ঠিকাদারদের কাজ দেয়ায় ওই ভবন নির্মাণকালীন সময়েই ধসে পড়ার ঘটনা ঘটে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রায় ১১৫ বছর আগে শুধু সিলেট নয়, তৎকালীন আসাম প্রদেশেরও উচ্চশিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র ৮৬ সালে মুরারিচাঁদ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। শহরের প্রাণকেন্দ্র বর্তমান হাসান মার্কেটের স্থলে তৎকালীন সময়ে ছিল গোবিন্দ পার্ক। এই পার্কে মুরারিচাঁদ স্কুল প্রতিষ্ঠালয়ে ১৮৯১ সালে এফএ ক্লাস খোলার অনুমতি দেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৯২ সালের ২৭ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে মুরারিচাঁদ কলেজের যাত্রা শুরু হয়। ১৮ জন ছাত্র ও ৪ জন শিক্ষক নিয়ে যাত্রা শুরুর পর থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত রাজা গিরিশ চন্দ্র রায়ের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয় কলেজটি। প্রথম দিকে এন্ট্রান্স পাসকৃত ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগ ছিল। ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল কলেজটি সরকারি হয়। ১৯১৩ সালে স্নাতক ক্লাস চালু হয়। ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতে সম্মান চালুর অনুমোদন দিলে ১৯২২ সালে তা বাস্তবায়িত হয়। ১৯২৬ সালে অর্থনীতি ও ১৯২৭ সালে গণিত, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যায় সম্মান কোর্স চালু হয়। সরকারি হওয়ার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা ও ক্যাম্পাসের অভাব কলেজের অগ্রগতিতে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে কলেজ শহর থেকে ৩ কিলোমিটার পূর্বে ছোট ছোট টিলায় ঘেরা থ্যাকারে টিলাসহ ১২৪ একর জায়গা কলেজের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে অনেক বিশ্বরেণ্য ব্যক্তির পদচারণায় ধন্য হয়েছে এ কলেজ। এ ক্যাম্পাসেই ১৯১৯ সালের ৭ নভেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংবর্ধিত হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে। ৮ বছর পর ১৯৫৫ সালে মুরারিচাঁদ কলেজে সম্মান পাঠদান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৬১ সালে আবার সম্মান কোর্স চালু করা হয়। ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে কলেজটি। ১৯৬৫ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকার কলেজের পূর্ব পাশে একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করে এবং এর নাম দেয় এমসি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। মূল মুরারিচাঁদ কলেজের নামকরণ করা হয় সরকারি কলেজ। এ নিয়ে সিলেট ছাড়াও দেশের গুণীজনদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯৮৮ সালে রাজা গিরিশ চন্দ্র রায়ের মুরারিচাঁদ কলেজ তার মূল নাম ফিরে পায়। মুরারিচাঁদ কলেজটি ১২৪ একর ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এমসি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শাখা থাকলেও মানবিক শাখা নেই। স্নাতক (পাস) পর্যায়ে বিএ, বিএসএস ও বিএসসি চালু রয়েছে। এরপর ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন

এমসি কলেজ

১০ পৃষ্ঠার পর

স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অধীনে চালু থাকা বিষয়গুলো হচ্ছে— বাংলা, ইংরেজি, দর্শন, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি। বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে চালু থাকা বিষয়গুলো হচ্ছে— পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, গণিত, পরিসংখ্যান ও মনোবিজ্ঞান। কলেজে বর্তমানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদে চালু রয়েছে— বাংলা, ইংরেজি, দর্শন, ইসলামী শিক্ষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি। বিজ্ঞান অনুষদে চালু রয়েছে— পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও গণিত। কলেজের অবকাঠামোগত বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী প্রশাসনিক ভবন ১টি, একাডেমিক ভবন ৮টি, অডিটোরিয়াম ১টি, লাইব্রেরি ভবন ১টি, ৬টি ব্লকে ২৪৪ আসনবিশিষ্ট ছাত্রাবাস ১টি ও ৮৪ আসনবিশিষ্ট ১টি ছাত্রীনিবাস। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সৈয়দা শামসুন্নাহার যুগান্তরকে বলেন, ঐতিহ্যবাহী এমসি কলেজের ঐতিহ্য ধরে রাখতে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি দীর্ঘদিনও। তবে শিগগির উদ্যোগ নেয়া উচিত। কলেজের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আশফাক আহমদ শিমু বলেন, এমসি কলেজের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন একটি নান্দনিক [illegible] ফটক নির্মাণের। প্রখ্যাত কোন ডিজাইনার দিয়ে এর নকশা করে নেয়া উচিত হবে। পাশাপাশি নতুন ভবন নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা সংস্কার করাও উচিত। বিশাল ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগী বরেণ্য ব্যক্তিদের নামে সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি মুক্তমঞ্চ, স্বাধীনতার ভাস্কর্য নির্মাণ এখন সময়ের দাবি। তাছাড়া ছাত্রী হলকে আরও প্রশস্ত করে বরেণ্য কোন নারীর নামে [illegible] এমসি কলেজের ক্যাম্পাস নান্দনিক করে তুলবে।